



9061 - দোয়ায় কনুত পড়া কি ওয়াজবি? মুখস্থ না থাকলে কি পড়বে

প্রশ্ন

বভিন্দি দোয়া মুখস্থ করতলে আমার খুব কষ্ট হয়; যমেন বতিরিরে নামাযরে দোয়ায় কনুত। এ কারণে আমি এ দোয়ার জায়গায় একটি সূরা পড়তাম। যখন আমি জানতলে পারলাম যলে, এ দোয়া পড়া ফরজ; তখন দোয়াটি মুখস্থ করার চেষ্টা করতলে থাকি। আমি নামাযরে মধ্যলে একটি বই থেকে দখে দখে দোয়াটি পড়ি। বইটকিলে আমার পাশলে একটি টবেলিরে উপরে রাখি। আমি কবিলামুখী থেকেই বই থেকে দোয়াটি পড়ি। আমার এ আমলটি কি জায়লে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

১. বতিরিরে নামাযলে কোন একটি কাগজ কথিবা পুস্তকি থেকে দখে দখে দোয়ায় কনুত পড়তলে কোন অসুবধি নই; যাতলে করে আপনি দোয়াটি মুখস্থ করে নতিলে পারলে। মুখস্থ হয়ে গলে আর বই দখো লাগলে না; আপনি মুখস্থ থেকে দোয়া করতলে পারলে; যমেন যলে ব্যক্তরি কুরআনলে বেশি কিছু মুখস্থ নই নফল নামাযলে তার জন্য কুরআন শরফি দখে পড়া জায়লে আছে।

শাইখ বনি বায (রহঃ) কলে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিলি: তারাবীর নামাযলে কুরআন শরীফ দখে পড়ার হুকুম কি? এবং এ ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর দললি কি?

উত্তরে তিনি বললে: রমযানে কয়িমুল লাইলে নামাযলে কুরআন শরফি দখে পড়তলে কোন বাধা নই। কারণ এতলে করে মুসল্লদিরেকে সম্পূর্ণ কুরআন শরফি শুনানলে যতলে পারে। এবং যহেতলে কুরআন-সুন্নাহর দললিলে মাধ্যমলে নামাযলে কুরআন তলেওয়াতলে বধিান সাব্যস্ত হয়েলে; যা মুসহাফ (কুরআনগ্রন্থ) দখে পড়া ও মুখস্থ থেকে পড়া উভয়টকিলে অন্তর্ভুক্ত করে। আয়শো (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েলে যলে, তিনি তাঁর আযাদকৃত দাস যাকওয়ানকে কয়িমলে রমযানে তাঁর ইমামতিলে করার নরিদশে দতিলে এবং সলে মুসহাফ দখে দখে কুরআন পড়ত। [ইমাম বুখারি তাঁর সহহি গ্রন্থলে এ উক্তিটি নিশ্চয়তাজ্জ্ঞাপক ভাষায় সংকলন করেলে]

[ফাতাওয়া ইসলামিয়্যা (২/১৫৫)]

২. বতিরিরে নামাযলে দোয়ায় কনুত হুবহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বরণতি শব্দলে হওয়া ওয়াজবি নয়। বরং মুসল্লি অন্ত্র কোন দোয়াও করতলে পারলে এবং হাদসিলে শব্দলে বাইলে কিছু বাড়াতলে পারলে। এমনকি যদি কুরআনলে যলেব



আয়াতে দোয়া আছে এমন কিছু আয়াত পড়নে সটোও জায়যে আছে। ইমাম নববী বলেন: জনে রাখুন, অগ্রগণ্য মাযহাব মতে, কনুতরে জন্য সুনরিদষ্টি কনো দোয়া নহে। তাই য়ে কনো দোয়া পড়লে এর দ্বারা কনুত হয়ে যাবে; এমনকি দোয়া সম্বলতি এক বা একাধকি কুরআনরে আয়াত পড়লেও কনুতরে উদ্দেশ্য হাছলি হয়ে যাবে। তবে, হাদসি য়ে দোয়া এসছে সটো পড়া উত্তম। [ইমাম নববীর ‘আল-আযকার, পৃষ্ঠা-৫০]

৩. প্রশ্নকারী ভাই যা উল্লেখ করছেন য়ে, তনি দোয়ায় কনুতরে পরবির্তে কুরআন পড়তনে নঃসন্দহে এটা করা ঠকি হয়নি। কারণ কনুতরে উদ্দেশ্য হছ- দোয়া করা। তাই য়েসেব আয়াতে দোয়া আছে সসেব আয়াত পড়া ও সগেলো দয়ি কনুত করা জায়যে হবে। য়েমন ধরুন আল্লাহ তাআলার বাণী:

[رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ] [آل عمران: 8]

(অনুবাদ:হে আমাদরে রব্ব! সরল পথ প্রদর্শনরে পর তুমি আমাদরে অন্তরকতে সত্য লংঘনে প্রবৃত্ত করনো এবং তমোর নকিট থেকে আমাদগিকে অনুগ্রহ দান কর। তুমিই সব কছির দাতা।)[সূরা আল ইমরান, আয়াত: ৮]

৪. প্রশ্নকারী ভাই উল্লেখ করছেন য়ে, দোয়ায় কনুত পড়া ফরয; এ কথা সহহি নয়। বরং দোয়ায় কনুত পড়া সুন্নত। তাই মুসল্লি যদি দোয়ায় কনুত নাও পড়নে নামায সহহি হবে।

শাইখ বনি বায (রহঃ) ক়ে প্রশ্ন করা হয়েছলি, রমযান মাসে বতিরিরে নামাযে দোয়ায় কনুত পড়ার হুকুম ক়ি? দোয়ায় কনুত বাদ দোয়া ক়ি জায়যে?

জবাবে তনি বলেন: বতিরি নামাযে দোয়ায় কনুত পড়া সুন্নত। যদি কখনও কখনও বাদ দয়ে এতে কনো অসুবধি নহে।

তাঁকে আরও জিজ্ঞেসে করা হয়: য়ে ব্যক্তি প্রতরাততে বতিরিরে নামাযে দোয়ায় কনুত পড়; এ আমল ক়ি সলফে সালহেইন থেকে বরণতি আছে?

উত্তরে তনি বলেন: এতে কনো অসুবধি নহে। বরং এটি পালন করা সুন্নত। কনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুসাইন বনি আলী (রাঃ) ক়ে বতিরিরে নামাযরে ‘দোয়ায় কনুত’ শখিতনে। তনি দোয়ায় কনুত কখনও কখনও বাদ দোয়া কথিবা নয়মতি পড়া কনো নরিদশে দনেনি। এতে প্রমাণতি হয় য়ে, উভয়টি করা জায়যে। উবাই বনি কাব (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে য়ে, তনি যখন মসজদি নববীতে সাহাবীদরে ইমামত ক়িরতনে তখন তনি কনো কনো রাততে দোয়ায় কনুত পড়তনে না; সম্ভবত তনি এটা এ জন্য করতনে য়াতে করে মানুষ জানতে পারে য়ে, দোয়ায় কনুত পড়া ওয়াজবি নয়।

আল্লাহই তাওফকিদাতা।

[ফাতাওয়া ইসলামিয়া (২/১৫৯)]